জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তাবায়ন সংক্রান্ত শ্লোগান

(শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট শ্লোগান ওয়েবসাইটে প্রকাশ সূচক নং-৯.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)

০১. দুর্নীতিকে না বলি,
সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি।

০২. নৈতিকতা ও সততা,
জীবনে আনে পবিত্রতা।

০৩. সততায় সুনাম আনে,
দুর্নীতিতে ক্লেশ,
শুদ্ধাচারে সুখি সমাজ,
সুস্থ পরিবেশ।

০৪. নৈতিকতা পরম বন্ধু,
সততা যে ঋণ,
সময় থাকতে বুঝো পথিক,
ফুরাতে জীবন।

০৫. স্বচ্ছ স্বাধীন কর্মী যেথায়,
দুর্নীতি হোক জব্দ তথায়।

০৬. কথা যখন বল,
সত্য বল,
কাজ যখন কর,
সততার সংগে কর।

০৭. শুদ্ধাচার অবলম্বনকারী কর্মে উত্তম স্বভাব চরিত্রে সর্বোত্তম।

০৮. দুর্নীতিকে না বলুন। দুর্নীতি দমন করাই সর্বোত্তম জিহাদ।

০৯. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শুদ্ধাচার অবলম্বনের অন্যতম নিয়ামক।

১০. শুদ্ধাচার অবলম্বন হোক আমাদের কর্মপ্রেরণার উৎস, সকলের অহংকার।

১১. সর্বক্ষেত্রে সততা জবাবদিহিতা তথা শুদ্ধচার হোক জাতির মূলমন্ত্র।

১২. একজন মানুষ ততক্ষণই বিশ্বাসী থাকেন যতক্ষণ তার মধ্যে সৎগুণ থাকে।

দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট শ্লোগান

১৩. “খারাপ কাজ করবো না খারাপ কাজ সইবো না-” “ভালো কাজ করবো দেশকে সবাই গড়বো”

১৪. “দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো”

১৫. “সত্য কথা বলবো অন্যায় অবিচার রুখবো”

১৬. “আইন মেনে চলবো নিরাপদে থাকবো”।

১৭. “দেশেপ্রেমের শপথ নিন দুর্নীতিকে বিদায় দিন-”

১৮. দুর্নীতি নামক মহামারির প্রতিশেধকের নাম দেশপ্রেম ও সততা।

১৯. দুর্নীতি দারিদ্র ও অবিচার বাড়ায়, আসুন, দুর্নীতি প্রতিরোধে সক্রিয় হই এক সাথে এখনই।

২০. দুর্নীতির কলঙ্ক মুছে শুরু হোক সুশাসনের অগ্রযাত্রা।

২১. নৈতিকতা শিক্ষা দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ।

২২. দুর্নীতি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

২৩. সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কখনই দুর্নীতি করতে পারে না।

২৪. “ঘুষ মুক্ত বাংলাদেশ চাই, এসো সবাই গড়ি ঘুষ বিরোধী মনোভাব”।

২৫. “ঘুষ বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের সকল সমস্যা এবং অশান্তির মূল কারণ”।

২৬. “ঘুষ বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা। ‘ঘুষ লেনদেনে বিরত থাকুন’।

২৭. ”আসুন আমরা ঘুষ বর্জন করি”।

২৮. “আসুন আমরা ঘুষ মুক্ত জীবন গড়ি”।

২৯. “আসুন আমরা ঘুষ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি”।

৩০. ঘুষ বন্ধ করুন-মাদক দমন করুন।

দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট শ্লোগান

৩১. রুখতে হলে দুর্নীতি সব, নিজের নীতিটা ঠিক কর,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা অগ্রে থেকে লাঠি ধর।

৩২. নিজে খেয়ো না ঘুষ কভু,
উল্টা ঘুষ দিয়ে নিয়োনা,
নিজের উপরে দোষ তবু।

৩৩. অন্য কারো ক্ষতির চিন্তা তুমি কখনো করোনা,
অন্যের টাকা কড়ি নিয়ে নিজের পকেটে ভরোনা।

৩৪. পরিবেশটা সুন্দর রাখতে সবারি কিন্তু আছে দায়,
নিজেকে বদলালে তবে সমাজে বহে সুখের বায়।

৩৫. চাকরিটা মোর সরকারি আর করবো না দুর্নীতি,

৩৬. নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষের চরিত্র বলতে কিছুই থাকে না।

৩৭. ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।

৩৮. ঘুষদাতা ও গ্রহীতার ইমান নেই।

৩৯. ঘুষ লেনদেনে বিরত থাকুন।

৪০. ঘুষখোর জাতীয় বেইমান।

৪১. ঘুষদাতা জাতীয় বেইমান।

৪২. ঘুষের দালাল জাতীয় বেইমান।

৪৩. ঘুষের সহযোগী জাতীয় বেইমান।

৪৪. ঘুষ লেনদেনের কাজে নিরাপত্তা দানকারী জাতীয় বেইমান।

৪৫. যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দর মনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ ক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে। তারা হলেন বাবা, মা এবং শিক্ষক। (-এ পি জে আব্দুল কালাম)

দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট শ্লোগান

৪৬. ঘুষ ও দুর্নীতি নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে বাংলাদেশে জঙ্গি সন্ত্রাস ও দারিদ্রতা জন্ম নিয়েছে।

৪৭. দুর্নীতি ঘুষ ক্ষতির চিন্তায় মনে রেখ প্রভু ভীতি,
তবেই তো বুখতে পারলে-
আপন চরিত্রের ন্যায় নীতি।

৪৮. নিজেকে বদলাও, ভাগ্য নিজেই বদলে যাবে।

৪৯. সুখ কখনও সম্পত্তি বা অর্থের ওপর নির্ভর করে না। সুখের বাস আত্মার গহীনে।

৫০ করি অঙ্কুরে বিনষ্ট সামাজিক ব্যাধি দুর্নীতি,বাঁচাবো দেশ, বাঁচাবো সমাজ, হবো নতুন পথের আরোহী।

৫১ সৎ কর্ম যত ছোটই হোক, তা কখনও বৃথা যায় না।

৫২. সব ধরনের অনিশ্চয়তা, হতাশা আর বাধা সত্ত্বেও নিজের সবটুকু দিয়ে সফল হওয়ার চেষ্টাই শক্তিমান মানুষকে দুর্বলদের থেকে আলাদা করে”।

“আসুন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হই’ এবং সোনার বাংলা গড়ি”।